দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 02 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

তদন্ত কমিশনের কাছে প্রো-ভিসিসহ ৫ শিক্ষকের সাক্ষ্য ঃ ছাত্রদের সাড়া কম

শিক্ষক উস্কানির তথ্য এখনো পাইনি ঃ বিচারপতি হাবিবুর রহমান

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২০ ও ২১ আগস্টের ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশনের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান বলেছেন, গৃহীত সাক্ষ্যে এখনও পর্যন্ত শিক্ষকদের উস্কানির কোন প্রমাণ মিলেনি। গতকাল শনিবার তৃতীয় দিনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে তিনি বলেন, তদন্ত কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য আজ রবিবার সকাল ১১টায় তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবেন। তিনি আরো বলেন, সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে ছাত্রদের সাড়া খুবই কম। তবে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কিছু ছাত্র পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, নিয়মনীতি মেনে আটক দুই শিক্ষক ও আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য সাংবাদিকদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ১০০ জনের বেশী লোকের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হতে পারে বলে তিনি জানান। গতকাল তদন্ত কমিশন ৪ জন শিক্ষক ও একজন কর্মকর্তার (৪র্থ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

তদন্ত কমিশনের

(প্রথম পৃঃ পর)

সাক্ষ্য গ্রহণ করে। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, সাবেক ভিসি অধ্যাপক ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান, ব্যবসায় প্রশাসন ইনষ্টিটিউটের (আইবিএ) অধ্যাপক ড. গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার এস এম শাহনাওয়াজেরও সাক্ষ্য গ্রহণ করে কমিশন।

এক সদস্যের তদন্ত কমিশন গত মঙ্গলবার কাকরাইলস্থ কেন্দ্রীয় সার্কিট হাউজে কাজ শুরু করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ও লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ ও এমফিলের এক ছাত্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করে কমিশন।

সাক্ষ্য প্রদান শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার বলেন, কমিশনের তরফ থেকে ডাকা হয়েছে তাই সাক্ষ্য দিতে এসেছি। কমিশন প্রধানের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে যা জানি, তা অবহিত করেছি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ঘটনার বর্ণনা দিতে এসেছি। কর্তৃপক্ষ একটা টিম ওয়ার্কে চলে।

সহায়তা করুনঃ ডিএমপি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ রাজধানীতে ঘটে যাওয়া ২০ থেকে ২৩ আগস্টের ঘটনা তদন্তে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) জনগণের সহায়তা চেয়েছে। শনিবার ডিএমপি থেকে জানানো হয়, বিস্ফোরক ও সহিংসতায় জড়িতদের ব্যাপারে তথ্য প্রদানকারীর নাম এবং পরিচয় গোপন রাখা হবে। বর্তমানে মামলাগুলোর তদন্ত এবং জড়িতদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

পুলিশের বক্তব্য হচ্ছে : আগস্টের তিনদিন রাজধানীতে কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক জরুরী বিধিমালা ভঙ্গ করে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়। তার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা ও সদস্যদের ওপর হামলা চালিয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়। যেখানে তথ্য দিতে হবে তার ঠিকানা হচ্ছে গোয়েন্দা ও অপরাধ তথ্য বিভাগ, ৩৬, মিন্টো রোড, ঢাকা। টেলিফোন নম্বর ৮৩৩২৪০৬, ৮৩৩১৬৮৫, ৯৩৩৭৩৬১, ফ্যাক্স ৯৩৩৫৮৬৬, ৯৩৩৬৪৯৪, মোবাইল ০১৭১১-৮৮৩৭১৩, ০১৭১৩-৩৭৩১৯৩, ০১৭১১-৬০৫১৪৮, ০১৭১১-৬০৫১৪৭, ০১৭১১-৮৮৩৭১৪, ০১৭১১-৬০৫১৪৪, ০১৭১১-৩৬৮০৬৫